

শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করে স্কুল ভিত্তিক নিয়মিত সভা করছে ইউনিয়ন কমিটি



‘শিশুরা সুরক্ষিত না হলে উন্নত জাতি তৈরী সম্ভব হবে না’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে কক্সবাজারের ১৩টি কোয়ালিটি স্কুলের সাথে শিশু সুরক্ষা বিষয়ক সভা সম্পন্ন হয়। এতে অংশগ্রহন করেন প্রত্যেক কোয়ালিটি স্কুলের এসএমসির সদস্য, অভিভাবক এবং শিক্ষক মহোদয় গন। সর্বমোট অংশগ্রহনকারী ছিলেন প্রায় ৫২০ জন।

অংশগ্রহনকারীদের আলোচনায় সে সকল বিষয় গুরুত্ব পায়, শিশুরা সব রকমের বঞ্চনা, নির্যাতন (শারীরিক ও মানসিক) লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা পাবে এবং তাদের প্রাথমিক অধিকারগুলি অর্জনের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে। একটি শিশু জন্মের পর

থেকে নিজস্ব কিছু অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহন করে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আগামী দিনে তারা ই দেশ পরিচালনা করবে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে উচ্চতর পদে দায়িত্ব পালন করে দেশের সেবা করবে। শিশুদের সুরক্ষিত করতে হলে প্রথমেই তাদের অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। প্রত্যেক অংশগ্রহনকারী সভায় ঘোষণা দিয়েছেন, এখন থেকে তারা আরো বেশি সচেতন ও যত্নবান হবেন তাদের শিশুদের প্রতি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন সভা

সভায় অংশ গ্রহন করেন স্থানীয় চেয়ারম্যান, ইউপি মেম্বর, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, এসএমসির সদস্য, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং অভিভাবকগণ।

চৌফলদাঙ্গী ইউনিয়নের ইউপি মেম্বর জনাব দানু মিয়া বলেন- কোস্ট ট্রাস্ট মূলত ঝড়ে পড়া ছাত্রছাত্রী, কিশোরী এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীদেরও নিয়ে কাজ করেন, তারা ঝড়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ব্রিজস্কুলে ১ বছর পড়িয়ে আবার মূলধারা স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন এবং তাদেরকে নিয়ে পরবর্তীতে কোচিং সাপোর্টের ব্যবস্থা করে, এ রকম উদ্যোগকে আমাদের ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আর্থিক সাধুবাদ জানায়। খুরুশকুল ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রহিম বলেন- তিনি বলেন আমরা যদি শিশুদের পড়ালেখা শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে পারি, তাহলে দেশ উন্নত হবে, সমাজ উন্নত হবে। তিনি শিশু শ্রম বন্ধের জন্য জোর প্রতিবাদ জানান।



ইউনিয়ন কমিটির নেতৃবৃন্দের নেতৃত্ব, যোগাযোগ ও দক্ষতা বৃদ্ধির কলাকৌশল সম্পর্কিত বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে সম্প্রতি। ১২টি ইউনিয়নের ৮১ জন সদস্য উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। এই প্রশিক্ষণের ফলে অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য, একজন আদর্শ নেতার গুণাবলি, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ চিহ্নিত করণ, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের কৌশল ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জানতে পেরেছে। নেতৃত্ব এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সাহস ও দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অংশগ্রহনকারীর অভিমত প্রকাশ করে।



দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠিত



কক্সবাজারে সিডসের ৩টি উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে সিডসের উপজেলা অফিসে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্নীতি দমন কমিটি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা, দুর্নীতি দমন কমিটি গঠন, পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। দমন কমিটি গঠন সভায় জনাব আব্দু রহিম বলেন- দুর্নীতি দমন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় কথটি অনেক বড়, এই কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব অনেক বেশী। দুর্নীতি দমন কমিটির সদস্য হতে হলে আগে নিজেকে বদলাতে হবে। সমাজের মানুষের জন্য কাজ করতে হবে দুর্নীতি মুক্ত। সবাইকে দুর্নীতি মুক্ত হতে হবে। তিনি আরও বলেন আমরা যদি একসাথে ন্যায়ে সাথে কাজ করি তাহলে একটি দুর্নীতি মুক্ত

দেশ গঠন করতে পারব। সকলের সম্মতিক্রমে কক্সবাজার সদর, রাম, এবং পেকুয়া উপজেলায় ১১ সদস্য বিশিষ্ট দুর্নীতি দমন নতুন কমিটি গঠন করা হয় এবং সাথে সাথে তারা কিছু কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করেন।

শাহিনুল কাদের লিমন বলেন- আজ সারা দেশে দুর্নীতি চলছে। কিন্তু কোন কারণে কেউ তা বন্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতেছে না। তিনি বলেন সমাজের সব স্তরে দুর্নীতি ছড়িয়ে রয়েছে। এই দুর্নীতি বন্ধের জন্য আমাদের সকলকে সংমনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, তাহলে আমাদের দেশ দুর্নীতি মুক্ত হবে।

তহবিল ও সঞ্চয় ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

সুষ্ঠ তহবিল ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে” এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কক্সবাজারে সিডসের ৩ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে এই বিষয়ে দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রতিটি ইউনিয়ন হতে ২৭ জন করে মোট ৩২৪জন সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এই প্রশিক্ষণে মাধ্যমে সঞ্চয়, সঞ্চয় এর ধরন, ব্যক্তি পর্যায়ে সঞ্চয় এবং দলীয় পর্যায়ে সঞ্চয় কি, দলীয় পর্যায়ে সঞ্চয় এর সুফল দিক সমূহ, ফান্ড ব্যবস্থাপনা, ফান্ড ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, কিভাবে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়, কিভাবে ফান্ড গঠন করা যায়, ব্যাংক হিসাব খোলার গুরুত্ব এবং ব্যাংক হিসাব খোলার নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয় সমূহ সম্পর্কে তাদের নলেজ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন থেকে তাদের ব্যক্তিগত এবং দলীয় অর্থের লেনদেনে আর সমস্যা হবে না মর্মে অভিমত প্রকাশ করে এবং সাথে সাথে



অধি-পরামর্শ ও সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

সিডস কর্মপ্রোগ্রাম ৩টি উপজেলার ১৩টি কোয়ালিটি স্কুলের এসএমসির সদস্যদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৩টি স্কুলের এসএমসির ৩০ জন সদস্য উক্ত প্রশিক্ষণে গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণটির ফলে প্লাটফর্মের সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে অধিপরামর্শ ও সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে এসএমসিদের সক্রিয় করা যায় এবং স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে সেবা আদায় করার সহজ মাধ্যম তা অনুধাবন করতে পারে। প্রশিক্ষণে অধি-পরামর্শ এবং তা কেন করা হয়, অধি-পরামর্শ করার ধরণ, অধি-পরামর্শ করার সময় করণীয় এবং বর্জনীয় সমূহ, ব্যক্তি পর্যায়ে অধি-পরামর্শ এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে অধি-পরামর্শ এর মধ্যে পার্থক্য, নেটওয়ার্কিং কি ও কেন জরুরী, নেটওয়ার্কিং তৈরির কৌশল সমূহ, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল, মিটিং করার কৌশল সমূহ, ব্যক্তি পর্যায়ে এবং সমাজিক পর্যায়ে সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল সমূহ, সিটিজেন চার্টার কি ও কেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে ধারণা হয়। প্রশিক্ষণটির মাধ্যমে তাদের মধ্যে উপজেলা ভিত্তিক বিভিন্ন স্কুলের এসএমসিদের সাথে নিয়ে স্কুলের উন্নয়ন এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পরবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন।